

এর। সু। ক। ও। ক। মুক্ত জনীতির সুযোগ পাচ্ছে

গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশে দলীয় লেজুড়বৃত্তি বন্ধ হবে

নাউ বিডি, নেট : ছাত্র রাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল, অতীত, মান হতে বসেছে। ছাত্র
তি এখন যতটা 'একাডেমিক', তার চেয়ে বেশি 'পার্টিমেন্টিকস'। এর প্রত্যবেক্ষীদের
বিস্তৃত হচ্ছে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, মারামারি এবং নানা ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ড। শিক্ষাস্থানের
তা নষ্ট হচ্ছে দিনের পর দিন। মতন গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশে রাজনৈতিক দলের
গঠন হিসেবে ছাত্র সংগঠন রাখা নিষিদ্ধ করার বিধান রাখা হয়েছে। এর ফলে দলীয়
বৃত্তি বন্ধ হবে এবং ছাত্ররা স্বাধীনভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক

পৃষ্ঠা ১১ ক ৪৬

হাত্রা বুদ্ধিবৃত্তিক মুক্ত

এর পৃষ্ঠার পর

রাজনীতি চর্চা করতে পারবে বলে মনে করেন
শমসেরা। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
অইবি'র এক গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকা
বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সক্রিয় নেতা-
রা সর্বোচ্চ ৪৫ শতাংশ ক্লাসে উপস্থিত থাকে।
৫ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ৭৫ শতাংশ উপস্থিতি
রাজন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এই হার ৩৫ শতাংশ।
যশোর দেখা গেছে, বড় দুটি ছাত্র সংগঠনের প্রায়
ভাগ ছাত্রনেতা চাঁদাবাজির সঙ্গে যুক্ত। এসব
মেনতাকে চান না দিয়ে ক্যাম্পাসে কোনো কাজ
পূন করার সম্ভাব্যতা যার চার ভাগ। আর এসব
গবাজি এবং অধিপত্য বহাল রাখার জন্যই মূলত
এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে সৃষ্টি হয় বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা।
গঠিত হয় গোলাপী। অস্ত্রের সন্ধানভিত্তিতে নষ্ট হয়
ক্লাসের পরিবেশ। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে গত
৩ বছরে বিভিন্ন দলীয় ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সারা
শ হাতহাতি ও মারামারি হয়েছে ১৫ হাজার থেকে
হাজার বার, আহত হয়েছে ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রী।
যে হয়েছে ১০ হাজার ও নিহত হয়েছে এক হাজার
হাজার। ছাত্র রাজনীতির নামে কিছু দলীয় কর্মী
নতাই, ডাকাতি এবং ধর্ষণের ঘটনাও ঘটিয়েছে।
দের কারণে নিয়মিতই ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা
উঠানের বাস্তবিক কর্মকাণ্ড। ছাত্রদের দলবাজির
রণে সৃষ্ট সেশনজাতি বছরের পর বছর শিক্ষার্থীদের
প্রাণ সমগ্র নষ্ট হয়ে গেছে।

লপারেলি ইন্টারন্যাশনাল (টিআইবি)র ট্রাষ্টি বোর্ডের
প্রারম্ভিক অধ্যাপক মোজাম্মের আহমেদ এ ব্যাপারে
উল্লেখ্য করে বলেন, পঞ্চদশ বা ষাটের দশকে ছাত্ররা
ীয় পরিচয়েই উর্ধ্ব-উঠে স্বাধীন চিন্তার মাধ্যমে
জেনের সিদ্ধান্ত নিতো। অনেক সময় তারা যে দলের
বর্ক সে দলের মতামতের বিরুদ্ধেও ছাত্র সংগঠনগুলো
হাস্ত নিয়েছে। সে সময় ছাত্র রাজনীতির একটি গুহু
রা বজায় ছিল। কিন্তু ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সে
নের প্রবণতা অনেক আগেই বিহীন হয়ে গেছে।
মানে ছাত্র রাজনীতি হয়ে পড়েছে টেকারবাজি আর
কমা-বাণিজ্য হাতিয়ে নেয়ার মাধ্যম। তিনি বলেন,
১৭৮ সালে জিয়াউর রহমান পপিটিক্যাল পার্টি
র্ভিনেন্স জারির মাধ্যমে ছাত্র সংগঠনগুলোকে
জনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হওয়া বাধ্যতামূলক
রেছিলেন। এই অধ্যাদেশই লেজুড়বৃত্তির বীজ বপন
রেছে। জিয়াউর রহমানের অনেক সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে
তিল হলেও তরুণপূর্ণ এই ভুলটি সংশোধন করা
গিন। এ ভুলটি সংশোধন করে ছাত্রদের স্বাধীন
জনৈতিক চিন্তা প্রকাশের ক্ষেত্র তৈরী করতে হবে

এ রাজনীতি রাখা না রাখা নিয়ে বেশ কয়েক বছর
রেই দেশে নানা বিতর্ক চলছে। স্বাধীনতাসহ প্রতিটি
নতীয় সংগ্রামে ছাত্র সংগঠনগুলোর অতীতে
গৌরবোজ্জ্বল অবিকার কথা স্বরণ করে অনেকেই মনে
রেন, ভবিষ্যতে জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত
রতে হলে নেতৃত্ব তৈরীর ধারাবাহিকতা অখ্যাত
থতে হবে। বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতি ইতিহাসের
ংশ। স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়াপত্তন
য়েছে ছাত্রদের মাধ্যমে। এইসব কারণেই ছাত্র
জনীতি চমকে দেয়া উচিত। সামাজিক সময়ের
গুহুভিত্তিক ও সন্ত্রাসনির্ভর ছাত্র রাজনীতির তিত
ভিত্ততার কারণে দেশের অধিকাংশ মানুষই ছাত্র
জনীতি বন্ধের পক্ষে। তারা মনে করেন, অতীতে
ঠনমূলক ছাত্র রাজনীতি জাতিকে কঠিন সমস্যা
রূপে সহায়তা করলেও বর্তমানে কিছু রাজনৈতিক
ল ও নেতার কারণে তা কলুষিত হয়ে পড়েছে।

একসময় ছিল সুখোড় ও মেধাবী ছাত্র নেতারা ছাত্র
রাজনীতির সামনে দারিতে থাকলেও এখন অচ্ছাত্র,
সন্ত্রাসী আর টেকারবাজির দলে চলে গেছে ছাত্র
রাজনীতি। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের হীনবার্ষ
আদায়ের জন্য যেনতেনভাবে ছাত্রদের ব্যবহার
করেছে। এসব কারণেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয়
লেজুড়বৃত্তি বন্ধ করা জরুরি। রাজনৈতিক
সরকারগুলোর আমলেই ব্যবহার ছাত্র রাজনীতি বন্ধের
কথা উঠেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় অধিপত্য বহাল
রাপতে কর্মতাসীন দলগুলো তাদের ছাত্র সংগঠন বন্ধ
তো দূরের কথা তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণও
কোনো পদক্ষেপ নেননি। বর্তমান সরকার কর্মতায়
আসার পর এ বিষয়টি নিয়ে জোর আলোচনা শুরু
হয়। তবে ছাত্রদের রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন না করে
তারা যাতে দলীয় লেজুড়বৃত্তিতে বাধ্য না থাকে সে
ব্যবস্থা নেয়ার পক্ষেই সরকারের নীতি-নির্ধারণকরা
অবস্থান নিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচন
কমিশনের সংলাপে অধিকাংশ দলই ছাত্র রাজ
দলীয় বলয় থেকে মুক্ত করার পক্ষে বক্তব্য
বলে জানা গেছে। গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ
পর প্রতিটি রাজনৈতিক দলকেই নির্বাচন ক
কাছ থেকে নিরস্ত্রন নিতে হবে। সেক্ষেত্রে এস
তাদের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে
বিলম্বি ছাত্র অধিকাংশ দলেরই গঠনতাত্ত্বিক
কোনো ছাত্র সংগঠনকে দলের অঙ্গ সংগঠন
রাখা হয়নি। আওয়ামী লীগের সহযোগী
হিসেবে ছাত্রলীগ কাজ করেছে। বামপন্থা
সংগঠনগুলো 'স্বাধীন গণসংগঠন' হিসেবে কাজ
তাদের বক্তব্য। আদর্শিকভাবে কোনো দলে
সম্পর্ক থাকলেও সাংগঠনিকভাবে এই দলের
নিয়ন্ত্রণ নেই। তবে বিএনপির অঙ্গসংগঠন
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে গঠনতাত্ত্বিক স্বীকৃতি
হয়েছে। সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধ
নির্ধারণের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করতে হবে
পরিচয়েই থাকুক না কেনো- ছাত্র সংগঠন
বর্তমানে রাজনৈতিক দলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
এতে কোনো সন্দেহ নেই। ফলে অঙ্গসংগঠন
না থাকলেই যে বর্তমান দলবাজির সংস্কৃতি
যাবে- এমন নয়।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নবিজ্ঞান
অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ
গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশে শিক্ষাস্থানে ছাত্র
রাজনীতি বন্ধের যে বিধান করা হয়েছে- তা
বুঝতে আরো কয়েক বছর অপেক্ষা করতে
তবে তথ্য গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ দিয়ে
হতিষ্ঠানগুলোর ওপর সরকার বা স্ব
রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করা যাবে না
বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশেই এমন কিছু ধারা
যেগুলো ব্যবহার করে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে
সহজেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে
বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ যুগোপযোগী করা
তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন স
নেতৃত্বে পাকা শিক্ষক ও ছাত্ররা যত
'একাডেমিক', তার চেয়ে বেশি 'পার্টিমেন্ট
যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়, দলের প্রতি অ
বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষে
প্রাধান্য পাচ্ছে। এ সংস্কৃতি বন্ধের জন্য। বিশ্ব
অধ্যাদেশে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা উচিত
অধ্যাপক মোজাম্মের আহমেদও একই ধরা
প্রকাশ করে বলেন, আইন করলেই হবে না,
জরুরি এর প্রয়োগ। আমাদের দেশে অনেক
আইন আছে কিন্তু প্রয়োগ নেই। যেমন
প্রাধীনতার ৮টি তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক হলেও
সরকার নির্বাচনে অনেকেই তা গোপন করছে
তিনি বলেন, আইনের পাশাপাশি রাজনৈতিক
নতাদের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে।
দলীয় চিন্তার সংস্কৃতি বদলাতে হবে। তাহলে
আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ছাত্রদের স্বাধীন রা
মত প্রকাশের ক্ষেত্র তৈরী করা সম্ভব।